গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৪৭.২২.০০২.২০.২৯

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪২৭
১০ আগস্ট ২০২০

বিষয়: **সিপিএলএ নং-৩৮৫৭/২০১৯ মামলায় বিগত ০১.০৩.২০২০ খ্রি: তারিখে শুনানী অন্তে আবেদনকারীর পক্ষে(ডিটিই বা টিএমইডির পক্ষে) কেউ উপস্থিত না থাকায় আপিল মামলা খারিজ হওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তি সনাক্তক্রমে উক্ত আপিল মামলা পুনরায় সচল করার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য (প্রমাণকসহ) প্রেরণ।**

সূত্র: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগের রায়ের কপি, তারিখ: ০১.০৩.২০২০ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনৈক জনাব মো: মহিউদ্দীন ফারুক, পিতা: মো: আবদুল বাতেন, গ্রাম:পার ফরিদপুর, পোস্ট: বানওয়ারিনগর-৬৬৫০, থানা: ফরিদপুর, জেলা: পাবনা এবং অন্যান্য কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ১৯২৬/২০১৯ এর রায় টিএমইডি এবং ডিটিই/ডিএমই এর প্রতিকূলে হওয়ার প্রেক্ষিতে সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর পক্ষে ডিটিই/ডিএমই কর্তৃক Civil Petition for Leave to Appeal No.3857/19 দায়ের করা হয়।

০২. উক্ত Civil Petition for Leave to Appeal No.3857/2019 মামলায় বিগত ০১.০৩.২০২০ খ্রি: তারিখে শুনানী অন্তে আবেদনকারীর পক্ষে তথা ডিটিই/ডিএমই এবং টিএমইডির পক্ষের কোন আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় মামলাটি খারিজ করে দেয়া হয়েছে। খারিজ আদেশটি নিম্নরূপ:

"No one appears on behalf of the petitioner to press the petition. The petition is dismissed for default."

০৩. উল্লেখ্য যে, সিপিএলএ-৩৮৫৭/২০১৯ মামলাটি রিট মামলা ১৯২৬/২০১৯ থেকে উদ্ভূত। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় যে, রিট নং-১৯২৬/২০১৯ মামলায় মহামান্য হাইকোর্টে ১০৮ টি তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য ছিল। সরকার পক্ষে উক্ত দীর্ঘ সময়ে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বা আদৌ কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কী না তা স্পষ্ট নয়।

০৪. রিট নং-১৯২৬/২০১৯ মামলায় মহামান্য হাইকোর্টে ১০৮ টি তারিখ অর্থাৎ দীর্ঘ সময় শুনানীর জন্য নির্ধারিত ছিল বিধায় উক্ত রিট মামলাটিতে সরকার পক্ষে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে উক্ত রিট মামলার রায় সরকার অনুকূলে হওয়ার প্রবল আশাবাদ বিদ্যমান ছিল মর্মে স্পষ্ট হয়।

০৫. মামলাটির শুনানীতে ধার্য তারিখে সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কেউ উপস্থিত না থাকায় মামলাটি মহামান্য আদালত কর্তৃক খারিজ করে দেয়া হয়েছে, যা দু:খ জনক।

০৬.মামলাটিতে সরকারী স্বার্থ সংরক্ষনের নিমিত্ত গত ০১.০৩.২০২০ খ্রি: তারিখের শুনানীতে সরকার পক্ষে কোন আইনজীবি উপস্থিত না থাকার কারণ উদঘাটনসহ দায়ী ব্যক্তি সনাক্ত হওয়া প্রয়োজন।

০৭. অধিকন্তু আদালত কর্তৃক খারিজ করে দেয়া মামলাটি পুনরায় চালু করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কীনা ? না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হবে এ বিষয়ে হাল নাগাদ তথ্য প্রয়োজন।

০৮. এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত মতে (অনুচ্ছেদ ৬ এবং ৭ মতে) তথ্য আগামী ২০.০৮.২০২০ খ্রি: তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১০-৮-২০২০
ড. মো: মহাতাব হোসেন
সংযুক্ত কর্মকর্তা (আইন)

বিতরণ :
১) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
২) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) , মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৪৭.২২.০০২.২০.২৯/১(৭)

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪২৭ / ১০ আগস্ট ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪) সিসটেম এ্যানলিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৫) যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইন)মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৬) উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৭) অফিস কপি/ মাস্টার কপি, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।

১০-৮-২০২০
ড. মো: মহাতাব হোসেন
সংযুক্ত কর্মকর্তা (আইন)